সংবাদ

তারিখ ... 07 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৬...

শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রকল্পের টাকায় প্রমোদ ভ্রমণ

রাকিব উদ্দিন

মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রকল্পের টাকায় এবার আমলা ও সরকারি কলেজ শিক্ষকরা প্রমোদ ভ্রমণে যাচ্ছেন। দুটি প্রকল্পের অর্থায়নে চলতি মাসেই নিউজিল্যান্ড ও কানাডায় আনন্দ ভ্রমণে যাচ্ছেন শিক্ষা প্রশাসনের ২১ জন প্রভাবশালী কর্মকর্তা, যাদের মধ্যে মাত্র একজন আছেন সরকারি হাই স্কুলের শিক্ষক। বাকি ২০ জন প্রমোদ ভ্রমণে যাচ্ছেন বিধিবহির্ভূতভাবে।

মাধ্যমিক
শিক্ষা
মানোন্নয়ন

এর মধ্যে নিউজিল্যান্ড ভ্রমণে যাচ্ছেন ১৬ জন। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এএস মাহমুদ, যিনি চলতি মাসের ২৯ তারিখে অবসরোত্তর ছুটিতে যাবেন। ২২ অক্টোবর তিনি নিউজিল্যান্ড যাচ্ছেন এবং দেশে ফেরার পরদিনই অবসরে যাচ্ছেন। এছাড়াও এএস মাহমুদ সম্প্রতি আরও তিনটি বিদেশ সফর করেছেন।

মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রকল্প 'টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট- ২ (টিকিউআই-২)' এর অর্থায়নে নিউজিল্যান্ডে 'সাপোর্ট টু ট্রেনিং পার্টনারশিপ মেকানিজমস' শীর্ষক ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ লাভের জন্য যাচ্ছেন ১৬ জন কর্মকর্তা। এ ব্যাপারে গত ১৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি আদেশ জারি করা হয়।

যাদের নামে জিও (সরকারি আদেশ) জারি করা হয়েছে তাদের মধ্যে আটজন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা (আমলা), সাতজন সরকারি কলেজের শিক্ষক এবং মাত্র একজন সরকারি হাই স্কুলের শিক্ষক।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমিতির সভাপতি ইনছান আলী সংবাদকে বলেন, 'এই প্রবণতা দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। স্কুল শিক্ষার প্রকল্পের টাকায় মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বারবার বিদেশ ভ্রমণ করেন, অথচ আমরা জানিই না। এই ধরনের প্রশিক্ষণে শতভাগ স্কুল শিক্ষক পাঠানো সম্ভব না হলেও অর্ধেকতো পাঠানো যায়। কিন্তু তাও হচ্ছে না। এজন্যই স্কুল শিক্ষার মানোন্নয়ন হচ্ছে না। শিক্ষকরা বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছেন।'

আমলাদের মধ্যে আরও যারা নিউজিল্যান্ড ভ্রমণে যাচ্ছেন তারা হলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব আমিনুল ইসলাম খান, যুগ্মসচিব ড. ফারুক হোসেন ও মাহমুদুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক ওয়াহিদা মোসারাত অনিতা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব সালমা জাহান ও জহিরুল ইসলাম এবং সহকারী সচিব মোহাম্মদ শামছুল আলম।

আর কলেজ শিক্ষকদের মধ্যে আছেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) পরিচালক প্রফেসর মোহাম্মদ শামছুল হুদা, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) দিল আফরোজ বিনতে আসির, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) আবদুল মান্নান চৌধুরী, সহকারী পরিচালক (এইচআরএম) মোর্শিদা খাতুন, সহকারী পরিচালক (কলেজ-৩) হেলাল উদ্দিন, টিকিউআই প্রকল্পের সহকারী পরিচালক রওশন আরা

শিক্ষক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

শিক্ষক : প্রশিক্ষণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বেগম, সহকারী পরিচালক (একিউএ) কামরুন নাহার এবং স্কুল শিক্ষকের মধ্যে মাউশি'র মাধ্যমিক শাখার সহকারী পরিচালক শাখায়েত হোসেন বিশ্বাস।

কানাডায় যাচ্ছেন কারা : মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য আগামী ২০ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত কানাডায় যাচ্ছেন পাঁচ কর্মকর্তা। ১৪ দিনের এই সফরের আয়োজন করা হয়েছে মাউশি'র 'মনিটরিং অ্যান্ড এভালুয়েশন' (মিউ) শাখার মাধ্যমে।

যে পাঁচ কর্মকর্তা কানাডা আনন্দ ভ্রমণে যাচ্ছেন তারা হলেন– শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. অরুণা বিশ্বাস, মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর এসএম ওয়াহিদুজ্জামান (সম্প্রতি ১৫ দিন আমেরিকা সফর করেছেন), মিউ প্রকল্পের উপপরিচালক মাহবুবা ইসলাম, সহকারী পরিচালক এসএম কামাল উদ্দিন হায়দার ও শামিম আহসান। মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম তদারকি এই প্রকল্পের মূল কাজ হলেও স্কুল পর্যায়ের কোন শিক্ষকই বিদেশে আনন্দ ভ্রমণে যাওয়ার সুযোগ পায়নি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জিওতে বলা হয়েছে, বিদেশে ভ্রমণকালে কর্মকর্তাদের থাকা-খাওয়াসহ যাবতীয় ব্যয় প্রকল্প থেকে বহন করা হবে। আর দেশে ফেরার ১৫ দিনের মধ্যে সবাইকে একটি প্রতিবেদন দিতে হবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। কিন্তু অতিরিক্ত সচিব এএস মাহমুদ দেশে ফেরার পরদিনই অবসরে চলে যাবেন। এদিকে 'পাবলিক পরীক্ষার গুণগত সংস্কার' নামে গত ১ ও ২ সেপ্টেম্বর কক্সবাজারে একটি অভিযাত হোটেলে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়, যা ঢাকায় শিক্ষা প্রশাসনের যেকোন একটি সেমিনার কক্ষে করা যেত। ওই কর্মশালায় সরকারের ব্যয় দেখানো হয়েছে ১৩ লাখ ৭৪ হাজার ৫৫০ টাকা।